পুলিশ সংস্কৃতির অঙ্গ থানায় কালীপুজো করা : উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : রবিবার বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে এক স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে থানায় কালীপুজো করার প্রসঙ্গে রাজ্যর উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি হিন্দু পরিবারে জন্মেছি। আশৈশব আমি হিন্দুত্বর বিচার ধারায়, হিন্দুত্বর রাজনীতির অংশ হিসাবে বড়ো হয়েছি। মন্ত্রিত্ব, বিধায়ক সারাজীবন থাকবে না। যা থেকে যাবে, তা হল হিন্দু পরিবারে জন্ম আর আমার হিন্দুত্বর ভাবধারার ওপর রাজনীতি। তাই এই যার বিশ্বাস, আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছেলে, আমি কি থানায় আজান দেওয়ার কথা বলব? সঙ্গত কারণে আমি থানায় কালীপুজোর কথা বলেছি। বেশ করেছি। দ্বিতীয়ত, অনেকে বলছেন, আমি মন্ত্রী হিসাবে বলেছি, সংবিধানে নাকি এ কথা বলা যায় না। ওই আহাম্মকদের আমি বলতে চাই, সংবিধানের তৃতীয় শিডিউলে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে আমি শপথ কী নিয়েছিলাম? আমি শপথ নিয়েছিলাম, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, বিধিধারা স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আমি আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করিব। সংবিধানের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য কার ওপর ভরসা করে নিলাম, ঈশ্বরের ওপর। তৃতীয়ত আমি কোনো নতুন কথা বলিনি। পুলিশ সংস্কৃতির অঙ্গ থানায় কালীপুজো করার। আজন্ম কাল থেকে পুলিশ থানায় থানায় কালীপুজো করে থাকে। বরাবর হয়ে থাকে। জ্যোতিবাবু যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এ নিয়ে কারোর কোনো আগ্রহ ছিল না। বুদ্ধদেববাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আলাদা সংখ্যালঘু দফতর করলেন। মুসলিম ভোট চলে যাচ্ছে বলে তোষণ করা শুরু করলেন। উৎসাহভাতা দিতে শুরু করলেন, সংবিধানের সরকার। ধর্ম বিচার করে ভাতা, ধর্ম বিচার করে চাকরি, ইমাম-মোয়াজ্জিন ভাতা দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি বলতে শুরু করলেন থানায় নাকি কালীপুজো করা যাবে না। তার আগে এই ব্যবস্থা ছিল না। আর গত ১৫ বছরে আমরা কী দেখেছি, যে, মা কালীকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রিজন ভ্যানে তুলছে। সনাতনী কালীপুজো,



প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে সনাতনী সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে তো সেই প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। গত বছর প্রিজন ভ্যানে তুলে ছিল, এ বছর থানায় থানায় পুজো করে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। এই ৩টি কারণে থানায় কালীপুজো করার কথা বলেছি। কালীপুজো থানার সংস্কৃতি অঙ্গ। এমনিতেই থানায় থানায় কালীপুজো হয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন, সেই দুইয়ের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে থানায় থানায় কালীপুজো করুক ও শুদ্ধিকরণ করুক।' এরই পাশাপাশি এদিন ছাত্র সংসদ ভোট সম্পর্কে জগন্নাথবাবু জানান, 'নতুন সরকারের মূল কাজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ফেরানো, ক্লাসরুমে ছাত্রদের ফেরানো। এই ২টি কাজ শেষ হবে, কলেজের ক্লাস রুমে ছাত্রছাত্রীরা আসত শুরু করবেন, তখনই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। কারণ, ছাত্রছাত্রীরাই তো ভোট দেবেন। সংসদ নির্বাচনে তো ছাত্রছাত্রীরাই ভোট দেন, ১৫ বছরে যা অবস্থা, তাতে কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত আসছেন না। শিক্ষকরা কলেজে ক্লাসে ফিরলে ছাত্রছাত্রীরাও আসতে ফিরবেন। আমরা সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করব, তারপর ভোট করব। সারা ভারতে কোথাও শিক্ষকরা সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেন না। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ করানোর জন্যেই বামফ্রন্ট শুরু করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব মেটাতে সরকার শিক্ষক নিয়োগ শুরু করেছে। আমরা শুধু গবেষণা নয়, একেকটা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ওপর স্বীকৃতি, গবেষণার পেটেন্ট পেতে পারে, সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত ১৫ বছরে শিক্ষাঙ্গন দুর্বৃত্ত ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দ্বারা নোংরা পরিসর তৈরি করা হয়েছে। সেই নোংরা সরিয়ে গবেষণামুখী বিশ্ববিদ্যালয় ও পড়াশোনামুখী কলেজ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।'

পুজোয় আরএসএসের স্টল থেকে রাষ্ট্রবাদী সাহিত্যর বই বিক্রি অনেক বেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : এবার পুজোয় অন্যান্য বছরের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতাদর্শের বই বিক্রির স্টল দিয়েছিল। তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘরও সারা রাজ্যর বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে স্টল ছিল। এই স্টলে রাষ্ট্রবাদী বই ও মনীষীদের ছবি বিক্রি হয়েছে। আরএসএস সূত্রে জানা গেছে, গতবারের থেকে এবার বই বিক্রি কয়েকগুণ বেড়েছে।

কালীপুজোয় কলকাতার কোন রাস্তা বন্ধ থাকবে

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : আগামী ৫ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর কালীপুজোর জন্য কলকাতার রাস্তার যান নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ। এই নির্দেশিকা অনুযায়ীবন্ধ থাকা রাস্তার তালিকায় রয়েছে— বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, সূর্য সেন স্ট্রিট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোডের রানি রাসমণি থেকে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড পর্যন্ত অংশ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, রাজা রামমোহন রায় সরণি, ভীম ঘোষ লেন, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, সাউদার্ন অ্যাভিনিউয়ের উত্তর চ্যানেল (করুণাময়ী মন্দিরের সামনে), কলেজ স্ট্রিট ও বিধান সরণি, মুদিয়ালি রোড, লেনিন সরণি, টালিগঞ্জ রোড, বাগদিপাড়া রোড, জেলিয়াপাড়া রোড ও পাহাড়পুর রোড। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকলেও ছাড় দেওয়া হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল, পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, জীবনদায়ী ওষুধ, রক্ত, এলপিজি, সিএনজি, দুধ, সবজি, ফল, মাছ, ডিম, মাংস, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের গাড়ি, পুরনিগমের নিকাশি পরিষ্কার, টেলিকম, হাসপাতালের সরঞ্জাম, শববাহী গাড়ি, ডাক বিভাগ ও সংবাদমাধ্যমের গাড়ি। তবে বন্দরমুখী গাড়ি আর ১৬০০ কেজির কম ওজনের ছোটো পণ্যবাহী গাড়ি, যেমন টাটা এস ও মাহিন্দ্রা জিটো, বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। হালকা পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি থাকবে। ৫ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে পরেরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণিতে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। গালিফ স্ট্রিট মোড় থেকে রবীন্দ্র সরণি ধরে দক্ষিণমুখী গাড়ি চলাচল দরকার অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা হতে পারে। ৫ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে ৮ নভেম্বর ভোর ৫টা পর্যন্ত আরো কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকবে শহরের উত্তর কলকাতার একাধিক রাস্তায়। সব পণ্যবাহী গাড়িকে রবীন্দ্র সরণি এড়িয়ে চলতে হবে। বিকল্প হিসেবে স্ট্র্যান্ড রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, জে এম অ্যাভিনিউ আর গিরিশ অ্যাভিনিউ ব্যবহার করতে হবে। কুমারটুলিগামী প্রতিমার গাড়িগুলির জন্য নির্দিষ্ট রুট রাখা হয়েছে। জে এম অ্যাভিনিউ, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, অরবিন্দ সরণি, মদনমোহনতলা, শ্যামবাজার স্ট্রিট, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট হয়ে রবীন্দ্র সরণির উত্তর অংশ দিয়ে গাড়িগুলি বের হবে। প্রতিমার গাড়ি রবীন্দ্র সরণির পশ্চিম দিকে শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে বাগবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত পার্ক করা যাবে। স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডের শোভাবাজার থেকে ডি সি ব্যানার্জি রোড পর্যন্ত আর মদনমোহনতলা রোডে অন্য কোনো গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। হাজরা রোড মোড় থেকে কালীঘাট রোডে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী পথে প্রতিমার গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি ঢুকতে পারবে না। কালীপুজোর প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি রাস্তা ও সেতুতে উচ্চতা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট ব্রিজ আর জিরাট ব্রিজ দিয়ে ৩.১৫ মিটারের বেশি উচ্চতার কোনো প্রতিমার গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। এছাড়া শহরের সব সেতু ও উড়ালপুলে নির্ধারিত উচ্চতার ব্যারিয়ার মেনেই প্রতিমার গাড়ি চলাচল করতে হবে। ৮ নভেম্বর সকাল ৭টা থেকে ৯ নভেম্বর ভোর ৪টা পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণির জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে ডি সি ব্যানার্জি স্ট্রিট পর্যন্ত অংশ দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী একমুখী থাকবে। এইসব বন্ধ রাস্তায় শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দাদের গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।

মমতা ব্যানার্জির পার্টি আজ ৩ টুকরো : অর্জুন সিং

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : দিল্লির রামলীলা ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধীদের সভা বিফলে গেছে বলে দাবি করে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যাপ্টার ক্লোজ, ওঁর পার্টি ৩ টুকরো হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে তাই তো সিজেপির সাহায্য নিয়ে জনসভা আর রাজনীতি করতে হচ্ছে।' সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে এক জোট হয়ে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা সভা করেন। সেই সভায় ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দিল্লিতে সিজেপির পদাধিকারীদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করলেও এদিন তাঁরা তাঁর ডাকে সাড়া দেননি। মন্ত্রী অর্জুন সিং রামলীলা ময়দানের সভা সফল হয়নি বলে দাবি করেন। পরিবহণ ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী অর্জুন সিং এই প্রসঙ্গে জানান, 'দিল্লির রামলীলা ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ডাক দিয়েছিলেন সেখানে অর্ধেক চেয়ার ফাঁকা ছিল ঠিক যেভাবে কেজরিওয়ালের সঙ্গে মিলে সভা করতে গিয়ে তা ফ্লপ



হয়েছিল, একই অবস্থা এবারও হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এমন দুরবস্থা হয়েছে যে অন্য পার্টির সাহায্য নিয়ে সভা করতে হচ্ছে। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গেছে কিছু মিডিয়া তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' এদিনের সভার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরের পদক্ষেপ কী হতে পারে তা নিয়ে বলতে গিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারো সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যকে অশান্ত করতে পারবেন না। আমরা সব বিফল করব।' তবে এদিন রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বামদের অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করে তিনি এদিন বলেন, 'বামদের অবস্থা বর্তমানে তৃণমূলের তৃণমূল দলের যে অবস্থা তার থেকেও আরো খারাপ হবে। বামরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উঠে যাবে এরপর। ওদের ওই বই বিক্রিটা পুরোটাই ভাঁওতাবাজি। সবটাই ওদের নাটক। বামদের কোনো কথায় আর কেউ বিশ্বাস করে না। ওদের ওই বই বিক্রির গল্প সত্যি কিনা তা জানতে হলে ওদের বলুন অডিট রিপোর্টটা পেশ করতে।'

NAME CHANGE

I, Kishor Das, S/o- Nani Das, residing at Vill. - Babubera, P.O. & P.S.- Dubrajpur , Dist.- Birbhum, West Bengal, PIN - 731123. My son's actual name is Surjya Das which has been recorded in his Birth Certificate, Caste certificate and Madhyamik Registration Certificate. But in my said son's Aadhaar card, my son's name has inadvertently been recorded as Surya Das. Declared vide affidavit No.12765 dated 29.10.2026, before the court of Ld 1st Class J.M. at Dubrajpur, Birbhum that my son Surjya Das and Surya Das is the same and one identical person.

কালীপুজো নিয়ে বারুইপুর থানার বৈঠক

প্রদীপ কুমার সিংহ, বারুইপুর : বারুইপুর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুরের ডিজে ব্যবসায়ী ও সব কালীপুজো কমিটিকে নিয়ে রবীন্দ্রভবনে সোমবার বৈঠক হয়। ছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুরের এসডিপিও অনরূপা চৌধুরী, বারুইপুর থানার আধিকারিক শান্তনু মিত্র আর বারুইপুরে প্রায় ৫০টি কালীপুজো কমিটির সদস্য ও ৪০জন ডিজে ব্যবসায়ী। বারুইপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, 'পুজো কমিটি কোথাও ডিজে বাজাতে পারবে না। শব্দবাজি ফাটানো নিষিদ্ধ। কালীপুজোর দিন রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বাজি ফাটাতে পারবেন। বারুইপুরে মোট ৭০টি কালীপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ছোটো বড়ো পুজো আছে ৭৪৯টি।'

রঙ-তুলির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে হাওড়ার বঙ্কিম সেতু



ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : হাওড়ার ব্যস্ত বঙ্কিম সেতুর নীচে চার্চ রোডের পরিচিত চেহারা বদলাতে শুরু করেছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। সাধারণ সব পিলার এখন হয়ে উঠেছে তরুণ শিল্পীদের ক্যানভাস, যেখানে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মা দুর্গা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো পরিচিত স্থাপত্যের ছবি। হাওড়ার বঙ্কিম সেতুর নীচে এই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতার দ্য ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ড্রাফটম্যানশিপের ৮ জন তরুণ শিল্পীকে। মোট ১৪টি পিলারকে সাজিয়ে তোলার এই পরিকল্পনা হয়েছে। এরমধ্যে ৬টি পিলারে কাজ শেষ হয়েছে। এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছাত্রী অমৃতা মান্না জানান, 'পিলারে পানের পিক ফেলার প্রবণতা রোধ করতে আর শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছোটো এই এলাকার মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।' আরেক শিল্পী সৌরীন মুখোপাধ্যায় জানান, 'এই ধরনের কাজের ফলে শহরের এই অঞ্চলটি এক নতুন পরিচিতি ও খ্যাতি পাবে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সব পিলারের কাজ শেষ হওয়ার পর গোটা এলাকাকে বিশেষভাবে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে। একদিকে যেমন শিল্পীদের নিপুণ তুলির টানে নতুন রূপ পাচ্ছে চার্চ রোড, তেমনই এই সৌন্দর্যর মর্যাদা বজায় রাখতে ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় শহরবাসীর সচেতন সহযোগিতাও কামনা করা হচ্ছে।

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

আউশগ্রাম শাখা (০৮২৬)
গ্রাম + থানা- আউশগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV [রুল-৮(১)]

যথারীতি, সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(৫৪/২০০২) এর নিয়মানুযায়ী নিযুক্ত ১৩(১২) নং সেকশন ও সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগে **ইউকো ব্যাঙ্ক, আউশগ্রাম শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক ঋণগ্রহণকারীকে / জামিনদারকে দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হওয়ার ৬০দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বকেয়া শোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋণগ্রহণকারীগণ উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ও সেই কারণে ঋণগ্রহণকারীগণ / জামিনদারগণ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত ঋণগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী নীচে বর্ণিত সম্পত্তিটি উল্লিখিত অ্যাক্টের ১৩ নং সেকশন এর (৪) নং সাব সেকশন সহ উক্ত অ্যাক্ট এর ৮ নং ধারা বলে নীচে উল্লিখিত তারিখে অধিগ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী / জামিনদার ও সার্বিকভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, কেউ যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপ না করে, নচেৎ **ইউকো ব্যাঙ্ক, আউশগ্রাম শাখা** প্রাপ্য বকেয়া সহ উক্ত অর্থাঙ্কের ওপর সুদ দাবি করবে। **উপরোক্ত বিষয় আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশান (৮) অনুযায়ী ঋণগ্রহণকারী / জামিনদার এর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বন্ধক রাখা সম্পদ সুনিশ্চিত করুন।**

ঋণগ্রহণকারী / জামিনদার এর নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) প্রাপ্য বকেয়া
ঋণগ্রহণকারী : মি. রুস্তম মণ্ডল পিতা : সেলিম মণ্ডল, গ্রাম+পো:+থানা : আউশগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পব: পিন - ৭১৩১৫৬ মি. সেলিম মণ্ডল (জামিনদার), পিতা : গফুর মণ্ডল গ্রাম+পো:+থানা : আউশগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পব: পিন - ৭১৩১৫৬	সেল ডিড নং - I-৩৬০২/১৯৭৮ তারিখ : ০৬.০৬.১৯৭৮ ডিড অনুযায়ী কমবেশি ০.০৭ একর (৭ ডেসিমেল) এলাকা বিশিষ্ট বাস্তু জমির সমস্ত অংশ যেটি দাগ / প্লট নং - ১০৩০৬ (আরএস ও এলআর), খতিয়ান নং - ২১০১ (এলআর), জেএল নং - ৬৪, মৌজা : আউশগ্রাম, থানা : আউশগ্রাম, ডিড নং - I-৩৬০২/১৯৭৮, তারিখ : ০৬.০৬.১৯৭৮ অনুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার অফিস গুসকরা, জেলা : পূর্ব বর্ধমানে মি. সেলিম মণ্ডল, পিতা : মি. গফুর মণ্ডল, গ্রাম+পো+থানা : আউশগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৫৬, পব: এর নামে নিবন্ধীকৃত। চৌহদ্দি — উত্তরে : ঈশা হক মণ্ডলের জমি, দক্ষিণে : হাবিবুর সেখের বাড়ি, পূর্বে : রুস্তম মণ্ডলের ফাঁকা জমি, পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া মেটালের রাস্তা। সম্পত্তিটি আছে : মি. সেলিম মণ্ডল, পিতা : গফুর মণ্ডলের নামে।	১) ২৮.০৮.২০২৫ ২) ৩০.১০.২০২৬ ৩) ২৭.০৭.২০২৬ এনপিএ-এর তারিখের হিসাবে ১৩,১০,২৮২.০০/- টাকা (তেরো লাখ দশ হাজার দুশো বিরাশি টাকা মাত্র) এবং (৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অবধি সুদ সহ) এবং ০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী অপ্রযোজ্য সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬, স্থান : আউশগ্রাম — অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি তারিখ : ২৬.১১.২০২৬

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) — punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা, দুর্গাপুর,
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩ ২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, প.ব. ই-মেল : cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (অগ্রিম মূল্য ডিপোজিট) এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ২৬.১১.২০২৬ দুপুর ২টো পর্যন্ত

সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর (২০০২ এর নং ৫৪) অনুযায়ী ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সহ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(৬) রুল অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিগুলি বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সার্বিকভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী (দের) ও জামিনদার(দের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/ মূল্যায়িত রাখা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটি সিকিওরড ক্রেডিটর / ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক কনস্ট্যকটিভ / ফিজিক্যাল / সিম্বলিক ভাবে অধিগ্রহণ করে নিয়েছে সেটি "যেখানে যেমন সেখানে তেমন", "যেটা যেমন সেটা তেমন" ও "এটি যেমনই হোক"-এই ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক / সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে উক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহণকারী (দের) এবং জামিনদার(দের) থেকে বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম জমা দেওয়ার মূল্য নিচে প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হল।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

ক্র নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহণকারীগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম	(ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ (খ) দখলের দারিখ (গ) বকেয়া মূল্য (ঘ) দখল সিম্বলিক / ফিজিক্যাল	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে যদি কোনো দায় থাকে
১.	শাখা : রানিগঞ্জ (০৭৪০১০) ঋণগ্রহণকারী : মেসার্স রঘুনাথচক সি এস শপ, প্রযত্নে মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, স্বামী- বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, স্বামী- বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান শ্রী চন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতা : বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান শ্রী সূর্যনারায়ণ রায়, পিতা : বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান	১. বসবাসযোগ্য সম্পত্তির সমস্ত অংশ, যেটি মৌজা- রঘুনাথচক, জেএল নং- ২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৫০, ৪৫৯, ৭৬৫ ও ৮২০, আরএস ও এলআর প্লট নং- ৫৯ (পি), জমির এরিয়া- ১০ কাঠা এবং ১ ছটাক, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায়, জেলা- পশ্চিম বর্ধমানে ২০১২ সালের ডিড নং- ৬০১১ অনুযায়ী শ্রী সূর্য নারায়ণ রায়, পিতা- বিজয় নারায়ণ রায় এবং শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায়, পিতা- বিজয় নারায়ণ রায়ের নামে আছে। ২. বসবাসযোগ্য জমির সমস্ত অংশ, যেটি মৌজা- সাহেবগঞ্জ, থানা- রানিগঞ্জ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, জেএল নং- ২৫, এলআর খতিয়ান নং- ৪২৫/১, আরএস ও এলআর প্লট নং- ৪২৪, মোট এরিয়া- ৩৪ শতক, ২০১৫ সালের ডিড নং- ৬৭৬১ ও ২০১৫ সালের ৬৭৬২ অনুযায়ী ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, সূর্য নারায়ণ রায় এবং চন্দ্র নারায়ণ রায়ের নামে রয়েছে। ৩. বসবাসযোগ্য জমি ও বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ, যেটি মৌজা- সাহেবগঞ্জ, জেএল নং- ২৫, আরএস খতিয়ান নং- ৫৯৮, প্লট নং- ৪২৫-তে জমির পরিমাণ ১০.৫০ কাঠা সহ তার ওপর গড়ে ওঠা বসবাসযোগ্য বিল্ডিং, যার কার্পেট এরিয়া- ৩২৭৬ বর্গফুট এলাকা যুক্ত, সেটি জেলা- পশ্চিম বর্ধমানে, ২০০৯ সালের ডিড নং- ৪২৭৪ অনুযায়ী, ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, চন্দ্র নারায়ণ রায় ও সূর্য নারায়ণ রায়ের নামে রয়েছে।	(ক) ০৩.০৫.২০২৩ (খ) ১৮.০৭.২০২৩ (গ) ৩১.০৩.২০২৩ তারিখের হিসাবে ৪,৯১,২১,২৫৭.৭৯ টাকা (চার কোটি একানব্বই লাখ একুশ হাজার দুশো সাতান্ন টাকা ও উনআশি পয়সা মাত্র)। (ঘ) সিম্বলিক পজেশন	সম্পত্তি-১ ক) ২১,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৭,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-২ ক) ৪২,১৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২১,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-২ ক) ৫০,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৫,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত	বর্তমানে ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়

শর্তাবলী :
সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর শর্তাবলী এবং নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রয় পরিচালনা করা হবে :
১. "যেখানে যেমন সেখানে তেমন" ও "যেটি যেমন সেটি তেমন" ও "এটি যেমনই হোক" এই নিয়মে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।
২. অনুমোদিত আধিকারিক যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য নিয়ে